এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন গাইডলাইন ২০২২

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলা, সিলেট, কক্সবাজার এবং কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকত এলাকায় এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সম্পদের প্রাপ্যতা এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য বাংলাদেশে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন পণ্য ও সেবা বিস্তারের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। "এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন গাইডলাইন" বাংলাদেশে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন পণ্য ও সেবার সুযোগ ও পরিসর চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রচারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অনুসরণের জন্য গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু, এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন বৈচিত্র্যময় এবং এতে যথেষ্ট ঝুঁকি বিদ্যমান তাই এ গাইডলাইনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল, সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও ঝুকিঁ প্রশমণের উপায় সম্পর্কে নির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

এ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমঃ এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন বলতে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে নতুন পরিবেশ, প্রকৃতি, বিভিন্ন ধরনের পরিবহন এবং ঝুঁকির উপাদান সম্বলিত কার্যক্রম এর অভিজ্ঞতা অর্জনের দ্বারা অবসর সময় অতিবাহিত করাকে বোঝায়।

এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইটঃ একটি নির্ধারিত স্থান যেখানে নির্দিষ্ট এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রম (যেমনঃ বাঞ্জি জাম্পিং, স্কুবা ডাইভিং, পর্বতারোহণ এবং প্যারাসেইলিং ইত্যাদি) পরিচালিত হয়।

স্থলভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনঃ স্থল ভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রমে সে সকল পর্যটন বা বিনোদন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত যা যেকোন ভূখন্ডে সংঘটিত হয় (যেমনঃ পর্বতারোহণ, ট্রেকিং, ক্যাম্পিং, পাখি দেখা, হাইকিং ইত্যাদি)।

জলভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনঃ জলভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রমে সে সকল পর্যটন বা বিনোদন কার্যক্রম যা নদী, হ্রদ, হাওড়, বিল, সমুদ্র ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে (যেমনঃ নৌকাচলা, রিভার রাফটিং, স্কুবা ডাইভিং এবং রিভার ক্রুজিং)।

আকাশভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনঃ আকাশে সংঘটিত পর্যটন বা বিনোদন কার্যক্রম আকাশভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে অন্তর্ভুক্ত (যেমনঃ প্যারাগ্লাইডিং, স্কাইডাইভিং, প্যারাসেইলিং এবং প্যারাজাম্পিং ইত্যাদি)।

৩. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের বৈশিষ্ট্য

এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের বৈচিত্র্যময়তা এবং এর কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনেকে প্রচলিত পর্যটন কার্যক্রম থেকে আলাদা করে। এর অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ

ক. অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃতিভিত্তিক হয়ে থাকে।

খ. শারীরিক কার্যকলাপের প্রয়োজন হয়।

গ. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পর্যটকদের সহায়তা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন।

ঘ. ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এটি সকল শ্রেণীর পর্যটকদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ঙ. বেশিরভাগ এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রমগুলোতে ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে।

চ. কিছু কার্যক্রমে (হাইকিং, প্যারাগ্লাইডিং, স্কুবা ডাইভিং ইত্যাদি) নির্দিষ্ট সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়।

ছ. ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকে।

৪. উদ্দেশ্য

এ গাইডলাইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সুযোগ ও পরিসর সম্প্রসারণ এবং এর বিকাশ। এছাড়া, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলোও এ গাইডলাইন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত।

ক. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

খ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

গ. পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠনের কাঠামো নির্ধারণ করা।

ঘ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক উপায় নির্ধারণ করা।

৫. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের সুযোগ চিহ্নিতকরণ

এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে কারণ এটি অনন্য ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং বিস্ময়কর গন্তব্যস্থল দেখার সুযোগ প্রদান করে। বিভিন্ন ভূ-ভাগে (আকাশ, জল এবং স্থল) সংঘটিত পর্যটন ক্রিয়াকলাপ এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের মূল আকর্ষণ (বিঃ দ্রঃ পরিশিষ্ট-ক)। বিশেষ এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রম সম্পাদনের স্থানের উপর ভিত্তি করে এটিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়ঃ

১. স্থলভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনঃ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের কিছু অংশ স্থলভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের জন্য উপযুক্ত।

২. জলভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনঃ কক্সবাজার ও কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকত এলাকা এবং বাংলাদেশের অসংখ্য নদী, সুনামগঞ্জ-নেত্রকোণা-কিশোরগঞ্জ এর বিস্তীর্ণ হাওড় অঞ্চল, হ্রদ, বিল ইত্যাদি জলভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইট হিসেবে বিকশিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

৩. আকাশভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনঃ বাংলাদেশের জনপ্রিয় পর্যটন সাইটগুলোর আশেপাশে বিশেষত কক্সবাজার এবং কুয়াকাটায় আকাশভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সম্প্রসারণ ও বিকাশের অবারিত সুযোগ তৈরি করা যায়।

৬. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন উন্নয়নের জন্য গাইডলাইন

বাংলাদেশে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন প্রবর্তন করার মূলনীতি হল এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন পণ্যগুলো এমনভাবে বিকাশ করা যা পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণের পাশাপাশি ন্যূনতম পরিবেশগত প্রভাব ও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এই নীতি বাস্তবায়ন করতে নিম্নলিখিত গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবেঃ

ক. পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং জরুরি চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা।

খ. যে কোন পর্যটন সাইটের এ্যাডভেঞ্চার সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

গ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইটগুলোতে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঘ. সম্ভাব্য এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইটের জনগণের মধ্যে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সম্পর্কিত জ্ঞান, নিয়ম-কানুন এবং মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঙ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইটগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ (বিঃ দ্রঃ টেকসই পর্যটন গাইডলাইন, ২০২১)।

চ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইটে কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

ছ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করা এবং যথাযথভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

জ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন স্টেকহোল্ডারগণের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা (বিঃ দ্রঃ দায়িত্বশীল পর্যটন গাইডলাইন, ২০২১)।

ঝ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইটগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা।

ঞ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রম জনবসতিপূর্ণ এলাকার বাইরে পরিচালনা করা।

গ. অ্যালকোহল এবং মাদক গ্রহণকারীদের এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান না করা।

ঘ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যকলাপের সময় বাহনের ধারণক্ষমতা (Capacity of vehicles) বিবেচনা করা। যেমনঃ বাহনের লোকসংখ্যা বা ওজন নেওয়ার ক্ষমতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

চ. কার্যক্রম শুরুর পূর্বে অংশগ্রহণকারীগণকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা।

ছ. প্রতিটি কার্যকলাপের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা রাইডিং উপকরণের মান পরীক্ষা করা।

জ. ফার্স্ট এইড বক্স সহ অন্যান্য মেডিকেল সরঞ্জামের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা তা নিয়মিত যাচাই করা।

ঝ. বন্যপ্রাণীকে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যকলাপের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা।

৬.২ জলভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের জন্য নির্দেশনা

ক. সকল অংশগ্রহণকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষামূলক সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করা (যেমনঃ লাইফ জ্যাকেট, স্নরকেল)।

খ. জলভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমের সময় দক্ষ প্রশিক্ষক/গাইড এর উপস্থিত নিশ্চিত করা।

গ. সেবা প্রদানকারীগণ কর্তৃক অংশগ্রহণকারীগণকে ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করা।

ঘ. জলভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে আবহাওয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।

ঙ. জলভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে অংশগ্রহণকারীগণের ন্যূনতম শারীরিক যোগ্যতা মূল্যায়ন করা।

চ. গভীর জলের কার্যক্রমের জন্য লাইফগার্ড বা লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক করা।

জ. অংশগ্রহণকারীগণকে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন-কানুন, রীতি-নীতি মেনে চলার র্নির্দেশনা প্রদান করা।

ঝ. অংশগ্রহণকারীগণকে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা এবং পানির নিচের স্রোত সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করা।

৬.৩ আকাশভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের জন্য নির্দেশনা

ক. আকাশভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম যেমনঃ প্যারাগ্লাইডিং, স্কাইডাইভিং, প্যারাসেইলিং এবং প্যারাজাম্পিং ইত্যাদিতে অংশগ্রহণকারীদের এর ঝুঁকি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা।

খ. প্রশিক্ষিত পাইলট এবং পেশাদার ব্যক্তি কর্তৃক অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশনা প্রদান করা।

গ. যে কোনো দুর্ঘটনার জন্য 'দায়মুক্তির ঘোষণা' করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক বন্ডে স্বাক্ষর করা।

ঘ. আকাশভিত্তিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপযুক্ত পোশাক প্রদান করা।

ঙ. অংশগ্রহণকারীদের কোন এ্যারোব্যাটিক কৌশলে জড়িত না হওয়া।

চ. অনুকূল আবহাওয়া এবং অনুকূল পরিবেশে আকাশভিত্তিক পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনা। প্রতিকূল পরিবেশ তথা মেঘলা আকাশ ও বিরূপপূর্ণ আবহাওয়া এবং রাতের বেলা উড্ডয়নে কঠোরভাবে নিষেধ করা।

ছ. কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তা সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে রেকর্ড করা।

জ. আকাশভিত্তিক পর্যটন সাইটের আশেপাশে কোন জলাধার থাকলে লাইফজ্যাকেট পরা বাধ্যতামূলক করা।

ঝ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইট এবং সকল ক্রিয়াকলাপ সকল ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে মুক্ত রাখা।

৬.৪ এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের ঝুঁকি প্রশমন

এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনে সর্বদাই ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে এবং একটি সঠিক সংকট পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিদ্যমান ঝুঁকি অনেকাংশে প্রশমন করতে পারে। এ জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করা আবশ্যকঃ

ক. সাইটে ফার্স্ট এইড কিট এবং ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

খ. প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সিপিআর (Cardiopulmonary Resuscitation) প্রদানের গাইড এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা নিশ্চিত করা।

গ. জরুরীভিত্তিতে স্থানান্তর এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা থাকা।

ঘ. পর্যটন সাইট বা এর কাছাকাছি স্থানে একটি পৃথক রেসকিউ ইউনিটের অবস্থান নিশ্চিত করা।

ঙ. উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটকদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (যেমনঃ রক্তের গ্রুপ, জ্ঞাত হাইপারসেন্সিটিভিটিস, ক্লিনিকাল কনডিশন এবং জরুরীভিত্তিতে যোগাযোগ করার জন্য কমপক্ষে দুটি পরিচিত মানুষের নাম ও ফোন নম্বর) সংগ্রহ করা।

চ. চিকিৎসা সহায়তার জন্য স্থানীয় ক্লিনিক এবং হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা।

ছ. ভ্রমণের সময় সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তহবিল এবং বীমা নীতিমালা গ্রহণ করা।

জ. সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের কার্যকলাপের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্রিফিং প্রদান করা।

ঝ. বিভিন্ন জরুরী সংকেত/সংকেত ডিভাইস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা।

ঞ. অংশগ্রহণকারীদের সাথে রেডিও এর মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখা। এছাড়াও যেকোন ঘটনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য জিপিএস (Global Positioning System) ব্যবহার করা।

ট. জল বা আকাশ ভিত্তিক কার্যক্রমের পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের জরুরী অক্সিজেন সরঞ্জাম ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঠ. যে কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের বা প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট থেকে সাক্ষ্য ও বিবৃতি গ্রহণ করা।

ড. দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা।

৭. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন উন্নয়নের জন্য কমিটি

দেশের অভ্যন্তরে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সুবিধা উন্নয়ন, বিকাশ, পরিচালনার লক্ষ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করা।

৭.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সুবিধাগুলো বিকাশের পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা। কমিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন সাইটে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রমের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্বে থাকবে। কমিটিটি নিম্নলিখিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হতে পারে এবং প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারেঃ

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, সভাপতি

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)

৫. পরিবেশ, বন ও জলবায়ূ পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককের প্রতিনিধি (সদস্য)
৭. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের বিশেষজ্ঞ (সদস্য)
৮. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গভর্ণিং বডির সদস্য (সদস্য)
৯. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (সদস্য)
১০. শিক্ষাবিদ/এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন গবেষক (সদস্য)
১১. ট্যুরিস্ট পুলিশ (সদস্য)
১২. পর্যটন উদ্যোক্তা (সদস্য)
১৩. ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত সংগঠনের প্রতিনিধি (সদস্য)
১৪. সাংবাদিক (সদস্য)
১৫. উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সদস্য সচিব)
কমিটিতে যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকতৃগণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা হবেন। এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তগুলো জেলা পর্যায়ের কমিটিকে অর্পনকরা হবে। কমিটি বছরে অন্তত একবার সভা করবে।

৭.২ এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের জন্য জেলা পর্যায়ের কমিটি

যে সকল জেলায় এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে সে সকল জেলায় "জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি" এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সুবিধা উন্নয়ন, বিকাশ, পরিচালনার লক্ষ্যে কাজ করবে। কমিটির কার্যক্রম হবে নিম্নরূপঃ

ক. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সম্পর্কিত পরিকল্পনা এবং কৌশলগুলো দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করা।

খ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে দেশে বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিগুলো পর্যালোচনা এবং অনুসরণ করা।

গ. নির্দিষ্ট এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করা।

ঘ. প্রধান এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইটগুলোতে অবস্থিত ব্যক্তি মালিকানাধীন পর্যটন স্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা।

ঙ. নতুন স্থাপনাগুলোর জন্য পরিবেশবান্ধব এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণ করা।

চ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সহায়তা করা।

ছ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কার্যক্রমসমূহ মূল নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পর্যটক সুবিধাগুলো (Tourist Facilities) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

জ. পর্যটক সংখ্যা, রাজস্ব আয়, পরিবেশের উপর পর্যটনের প্রভাব, স্থানীয় কর্মসংস্থানে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের অবদান সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কাছে হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত করা।

৮. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের জন্য অর্থায়ন এবং বাজেট

এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন প্রকল্পের জন্য জাতী স্টিয়ারিং কমিটি বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করবে। কমিটিটি সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ অনুমোদনের ব্যবস্থা করবে। সমস্ত ব্যয় সরকারের

আর্থিক নিয়ম-কানুন এবং আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। দেশব্যাপী এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে নিশ্চিত করা যেতে পারেঃ

ক. বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইট উন্নয়নের জন্য সরকার পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করতে পারে।

খ. বিভিন্ন এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সাইটে মৌলিক পর্যটন সুবিধা স্থাপনের জন্য স্পনসরশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সম্পর্কিত বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের সহ-অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

ঘ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সুবিধা উন্নয়নে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

ঙ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে প্রধান স্টেকহোল্ডারদের (যেমনঃ স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি সংস্থা/ পর্যটন ব্যবসা) মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করা।

চ. এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন সেবা প্রসারের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য তহবিল বরাদ্দ এবং সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুর করা।

পরিশিষ্ট কঃ বাংলাদেশে এ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

স্থল ভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন	**জল ভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন**	**আকাশ ভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন**
- পর্বতারোহণ	- রিভার রাফটিং	- প্যারাগ্লাইডিং
- ট্রেকিং	- স্কুবা ডাইভিং	- হ্যাং গ্লাইডিং
- ক্যাম্পিং	- বোটিং	- প্যারাসেইলিং
- ন্যাচার ওয়াক/ পাখি দেখা	- রিভার ক্রুজিং	- প্যারা জাম্পিং
- হাইকিং	- সার্ফিং	-মাইক্রোলাইট ফ্লাইট
- বাঞ্জি জাম্পিং	- উইন্ডসার্ফিং	- প্যারামোটরিং
- সাফারি/ জঙ্গল সাফারি	- ইয়াটিং	- এয়ার সাফারি
- হর্স সাফারি	- ওয়াটারস্কিয়িং	- জেট স্কি
- বন্যপ্রাণী দেখা	- ফিশিং	- ক্যাবল কার
- জঙ্গল ভ্রমণ	- ক্যান্যুয়িং	- স্কাইডাইভিং
- সাইক্লিং ট্যুর এবং ট্রেইল রাইড	- কায়াকিং	
- কোয়াড বাইক রাইড (ATV)		
- জিপ লাইন		
- গাছ ভিত্তিক কার্যক্রম		
- জিপ সাফারি		
- মোটরসাইকেল ট্যুর		